সমবায়

এপ্রিল-জুন ২০২১ সংখ্যা

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

এপ্রিল-জুন ২০২১ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
ড. মো : হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি ও পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততা	
একটি প্রায়োগিক অনুসন্ধান : হরিদাস ঠাকুর	৫
কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং সমৃদ্ধির জন্য সমবায় : এস এম মুকুল	১৫
ড. মো : হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সমবায় অধিদপ্তরের	
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান	১৭
টেকসই উন্নয়ন ও নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সমবায় : মোঃ নাসির উদ্দীন	১৮
রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা	২২
কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সাফল্য	২৪
দুগ্ধ উৎপাদনে অনন্য চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ	২৬
বেলোয়া আবাসন প্রকল্প বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা	২৭
সফল সমবায় মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	২৮
কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ইতিবৃত্ত	৩০
সফল সমবায় সমিতি বড় হযরতপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩২
উৎপাদনমুখী কর্মে সফল বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	৩৩

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততা

একটি প্রায়োগিক অনুসন্ধান

হরিদাস ঠাকুর

জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়মনস্ক চিন্তক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তিনি সমবায়কে মনেপ্রাণে ধারণ করতেন। লালন করতেন সমবায় চেতনা ও আদর্শে পরাকাষ্ঠা। তিনি পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিস) এর একজন সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের জন্য গোপালগঞ্জ জেলায় নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিস)-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কোন ডকুমেন্ট না পেলেও আমরা আনুষাঙ্গিক তথ্য ও ডকুমেন্ট থেকে এ বিষয়ে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে অবদান ও কার্যক্রম সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান করা হয়। সামগ্রিকভাবে বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা নিয়ো বেশকিছু ঐতিহাসিক তথ্য, ছবি ও কার্যক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে আরও নিবিড় তথ্যানুসন্ধানে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সম্পৃক্ততার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করা যায় এবং এর মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের বিকাশে করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

১ বঙ্গবন্ধু ও সমবায়: একটি ঐতিহাসিক পরম্পরা

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ‘ইগালেটারিয়ান সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাতশ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়।

আর সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের একটি শক্তিশালী পস্যাটফর্ম।

জাতীয় জীবনে যে গৌরবের বড়াই আমরা করি—অহংকার করি আমাদের স্বাধীনতার তাঁর কেন্দ্রীয় নির্যাস বঙ্গবন্ধু। তাই সার্থকভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিশেস্নষণ করে আমরা বলতে পারি BANGABANDHU মানে Bangladesh Achieved National Glory Accelarated By A Noble Dreamer Harmonized Unitedly.বঙ্গবন্ধু মানে 'একজন মহত্ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মিলিত ঐকতানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের গৌরবগাঁথার উৎসারণ'। বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন—একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপস্নব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা, জাতির উত্থান—রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ—এই শব্দ তিনটি সমার্থক। এ তিন প্রত্যয়কে মথিত করে আমরা বলতে পারি—

(ক) বঙ্গবন্ধু :

১) একটি নাম—বাঙালির আবেগের রসে সিক্ত
২) একটি আবেগ—বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে উত্থিত
৩) একটি শব্দ—বাঙালির হাজার বাক্যের ভাবপ্রকাশক
৪) একটি দর্শন—বাঙালি জাতির মানসলোকের উদগাতা
৫) একটি ধর্ম—বাঙালির জীবনচলার পাথেয়
৬) একটি সঙ্গীত—বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথার তাল-লয় ও ছন্দ
৭) একটি আন্দোলন—বাঙালিকে প্রত্যয়দীপ্ত শক্তিতে আবেষ্টনকারী
৮) একটি অমিতজয়ী তেজ/শক্তি—বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি এবং
৯) একটি দেশ—সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে অর্জিত।

(খ) বঙ্গবন্ধু এ নামটি :

১) মুক্তিসংগ্রামের স্মারক
(২) মানবতার উন্মেষের পরিচায়ক
৩) সমপ্রীতির ধারক
৪) অসামপ্রদায়িক চেতনার উদগাতা
৫) শাসন—শোষণ—নির্যাতন—উৎপীড়ন—অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা
৬) শোষিত—বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার এবং
৭) সাম্য—মৈত্রী—জাগরণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের আবাস গড়ার এক উজ্জ্বল কর্মযজ্ঞ/মর্মযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু এই একটিমাত্র নাম দ্বারাই বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম—চেতনা—আবেগমথিত ভাবধারা—সম্মিলিত প্রয়াসের মহত্তম অর্জনের নির্যাস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রত্যয়/চেতনার অধিকাংশের প্রকাশ করা সম্ভব।

উপরোক্ত বৃহত্তর আদর্শিক ও দার্শনিক চেতনাময় অবয়ব ধারণ করে বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।' আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের জনগণ মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

১৪ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর
অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

১৯(২) অনুচ্ছেদ : মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

উপরের দুটি অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন অভীপ্সায় সমবায়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন কর্মহাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর তাই সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাত্ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;
খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাত্ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং
গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাত্ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন সংগ্রামের মহান ফসল যা আপামর বাঙালির রক্তস্নাত আত্মত্যাগে মহীয়ান। এই পবিত্র সংবিধান জাতির স্বপ্ন, মনন ও দর্শনের প্রতিফলন। পবিত্র সংবিধানে সমবায়ের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের প্রায়োগিক চিন্তারই বাস্তব অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন দ্বারা ঋদ্ধ এবং আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও উন্নয়ন দর্শন অতি প্রাসঙ্গিক।

২. বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার প্রায়োগিক দর্শন

আামাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অথাত্ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখেই তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন পরিচালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কোন জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন? কাদের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন? তাদের জন্য-যাদের কথা কেউ ভাবেনি কেউ ভাবে না। তারা হলো :র (১)অবহেলিত; (২)নির্যাতিত;(৩) নিপীড়িত; (৪) বঞ্চিত; (৫) দরিদ্র; (৬) ভুখা-নাঙ্গা; (৭) নিস্পেষিত; (৮) অবদমিত; (৯) অচল; (১০) সাধারণ; (১১) অভাজন; (১২) ভীত ও কুণ্ঠিত; (১৩) অসহায়-সম্বলহীন; (১৪) স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া; (১৫) মুক্তিকামী জনগণ। এদেরকে সমায়ের পতাকাতলে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধু দেশে উন্নয়নের সোপান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।... আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পলল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে । তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের বাস্তব প্রায়োগিক কর্মকাল ছিল 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়'। বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগীতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়ন মূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro- people) চিন্তার আলোকে জন বান্ধব (Pro- people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো বলে বোদ্ধাগণ মনে করেন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো :

ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক- কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো।

খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপস্নব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো।

গ) ফসলের উদ্বৃতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো।

ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো।

ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো।

চ) ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকৃবন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি।

জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো।

ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খিলত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্লেনি। বরং আরো প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে।)

ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততাও সমবায় উদ্যোগ (সমবায় সমিতির সদস্যপদ ও বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে/ সমবায় আন্দোলনে বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ) এ কথার সারবত্তা প্রমাণ করে।

৩. বঙ্গবন্ধুর সমবায় সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (পাটগাতী ইউসিএমপিস) -এর একজন সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। সমবায় সমিতির একজন সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্তির তথ্য সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান সমবায় অধিদপ্তর তথা সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি আলোকবর্তিকার সন্ধান দিতে পারে।

তথ্যানুসন্ধান প্রক্রিয়া ও কাঠামো

বিগত ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় অফিসে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ীদের সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানী মতবিনিময় করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সমবায়ী :

(ক) জনাব রেজাউল হক শিকদার (বয়স ৮০ বছর), সদস্য : গোবরা ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রাম : সোনাকুড়, পো : গোবরা, থানা : গোপালগঞ্জ, জেলা : গোপালগঞ্জ,মোবাইল নম্বর : ০১৭১৫২৯৫৩৯৬

(খ) জনাব মুন্সী রফিকুল ইসলাম (৬৬ বছর),সদস্য : পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রাম : পাটগাতী, পো : পাটগাতী, থানা : টুঙ্গীপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ; মোবাইল নম্বর : ০১৭১২০৬২৩০২

(গ) জনাব অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস (৭৮ বছর),সদস্য : গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, রাকিলাবাড়ী গাজনা খোটগোপালপুর জলকর মৎসজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, পুরাতন বাজার রোড, শিকদার পাড়া, উপজেলা : গোপালগঞ্জ, জেলা : গোপালগঞ্জ; মোবাইল নম্বর : ০১৭১২৬১৭৬৩৫/ ০১৭১২৬১৭৬৩৫

(ঘ) জনাব শেখ মাসুদুর রহমান (৬২ বছর), সহ সভাপতি : গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ। সভাপতি : জেলা সমবায় ইউনিয়ন, গোপালগঞ্জ। প্রাথমিক সমিতি : বেদগ্রাম সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ, বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ, মোবাইল নম্বর : ০১৭১২২৩৬৫৭৩

এ তথ্যানুসন্ধানী মতবিনিময় সভায় সমবায় বিভাগের জেলা ও

উপজেলা পর্যায়ের কর্মবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন-

(ক) জনাব ফায়েকউজ্জামান, জেলা সমবায় অফিসার,গোপালগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১০০৪৬৩৪

(ক) জনাব শেখ আমিরুল বশীর, উপজলা সমবায় অফিসার,গোপালগঞ্জ সদর।মোবাইল : ০১৭৮৫৭৬৫৩১৭

বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততা বিষয়ে আমরা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাই এ মতবিনিময় সভায়। এছাড়াও গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এ রক্ষিত পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সংশিস্নষ্ট নথিও পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী কর্তৃক গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ডকুমেন্ট নষ্ট করা হয়। পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর তথ্যও এ সময় হারিয়ে যায়। এছাড়াও ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বয়াবহ বন্যার সময়ও অফিসের ডকুমেন্ট নষ্ট হয়। এসব কারণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় সদস্যপদ সংক্রান্ত ডকুমেন্টযুক্ত সদস্য তালিকা বই পাওয়া যায়নি।

তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য

আমরা তথ্যানুসন্ধানে বাস্তব কারণেই বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত সদস্য তালিকাযুক্ত রেজিস্টারটি পাইনি। তবে এ সংক্রান্ত কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের ডাটা/তথ্য (Primary data from secondary sources) আমাদের বঙ্গবন্ধুর সমবায় সমিতির সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্যকে প্রতিপন্ন করতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে তথ্যাদি ও ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ -এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান সারাংশ আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি :

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সাধারণ তথ্যাদি

সমিতির নাম : পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতির নিবন্ধন নং ও তারিখ : ১০৯; ১৬/১১/১৯৪৯

ঠিকানা : গ্রাম : পাটগাতী; পো : পাটগাতী; উপজেলা : টুঙ্গীপাড়া; জেলা : গোপালগঞ্জ

কেন্দ্রীয় সমিতির নাম : গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ

সদস্য সংখ্যা : ৬৫

কার্যকরী এলাকা : পাটগাতী ইউনিয়ন ব্যাপী।

সমিতির বর্তমান আর্থিক চিত্র :

বিষয়	পরিমাণ
আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	৩,৯০০
সংশিস্নষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতিতে শেয়ার জমা	৩,৯০০
আদায়কৃত সঞ্চয় মূলধন	২,৯৫৯
সংশিস্নষ্ট কেন্দ্রীয় সমিতিতে সঞ্চয় জমা	২,৯৫৯
কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ দেনা আসল	৩২,৭০০
কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ দেনা সুদ	১,০৯,৪৪১
কেন্দ্রীয় সমিতিতে সাঃফি/দ্ল সুদ	৫২,৯৪৩
কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ পাওনা আসল	৩২,৭০০
কেন্দ্রীয় সমিতিতে কর্জ পাওনা সুদ	১,০৯,৪৪১
কেন্দ্রীয় সমিতিতে সাঃফি/দ্ল সুদ	৫২,৯৪৩
সমিতির কার্যকরী মূলধন	৩৯,৫৫৯
সমিতির বর্তমান অবস্থা	নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর
তথ্য উৎস	সমিতির ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অডিট নোট

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ বিষয়ে বক্তব্য ও অভিমত

উপজেলা সমবায় অফিসার, গোপালগঞ্জ সদরের বক্তব্য ও অভিমত

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সমবায় অফিসার শেখ আমিরুল বশীর জানান যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গীপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির অডিট কার্যসম্পাদনকালে তিনি সমিতির একটি পুরাতন অডিট নোটের সদস্য তালিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম দেখেছিলেন। শেখ আমিরুল বশীর তখন টুঙ্গীপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত সমবায় অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ অডিট নোটে তিনি পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য হিসেবে একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর নামও দেখেছিলেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন বলেও তিনি অডিট নোটে দেখেছিলেন বলে জানান।

পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলামের বক্তব্য ও অভিমত

পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর বর্তমান সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলাম জানান যে, তিনি ১৯৭৩ সালে সমিতির সদস্য হন। সমিতিতে বঙ্গবন্ধু সদস্য ছিলেন বলে তিনি অডিট নোটের মাধ্যমে জেনেছেন। উক্ত সমিতিতে একসময় সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভায়রা শেখ মোঃ মুছা (শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের বোন জিন্নির স্বামী) এবং সেক্রেটারী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আবাল্যবন্ধু ও সুহৃদ সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া। সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়ার নাম বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও পাওয়া যায়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক এবং বন্ধুবর্গ সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া,মোঃ সাখাওয়াত হোসেন শিকদার, মোঃ সোলায়মান খলিফা, শেখ নুরুল হক গেদু মিয়া, মোঃ খলিলুর রহমান খান, মোঃ লায়েক আলী বিশ্বাস, মনোহর কবিরাজ, শরত্ চন্দ্র বালা, শেখ আব্দুল হালিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। এরা বিভিন্ন সময়ে পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও ছিলেন। এসব ঘটনা পরম্পরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু পাটগাতী ইউসিএমপিএস-এর সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি নিয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতেন, তাই তিনি উক্ত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ছিলেন না বলেই ধারণা করা যায়।

শেখ মাসুদুর রহমান-এর বক্তব্য ও অভিমত

শেখ মাসুদুর রহমান বর্তমানে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সহসভাপতি এবং তিনি গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি জানান যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১৯২৪ সালে সেক্রেটারী ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মোল্যা ওয়াহিদুজ্জামানের পিতা আব্দুল কাদের মোক্তার এবং সভাপতি ছিলেন তৎকালীন এসডিও। এ ব্যাংকেরএক সময়ের সেক্রেটারী ছিলেন এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দিন সাহেব।

শেখ মাসুদুর রহমান জানান যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ০৭/০৭/১৯১৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়। (নিবন্ধন নম্বর : ১৭৯)। এ ব্যাংকের বর্তমান ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৬/০৭/১৯২৪

তারিখে। ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন Governor of Bengal EARL OF LYTTON. উক্ত দিনে তিনি একই সঙ্গে অপর চারটি ভবনেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ ভবনগুলো হলো : (১) মহকুমা প্রশাসকের অফিস ভবন;(২) মুন্সেফ কোর্ট ভবন; (৩) মহকুমা প্রশাসকের বাসভবন এবং (৪) মুন্সেফ সাহেবের বাসভবন।

যতদূর জানা যায় এই পাঁচটি ভবনই ছিল তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম ভবন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর মাত্র ২০০ ফুট সামনেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত বসত ভিটা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে এই ভিটার বসতবাড়িটি ধ্বংস করে দেয়। আরও উল্লেখ্য যে, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ছিল তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম ব্যাংক। এজন্যই গোপালগঞ্জের এ এলাকার নামকরণ হয়েছে ব্যাংক পাড়া।

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর নিবন্ধন হয় ১৬/১১/১৯৪৯ তারিখে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৫ মে কৃষিঋণ, সমবায় ও পলল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হন। [সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো-১৬ মার্চ ২০২০]। কাজেই ধারণা করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে,তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই সমবায় কর্মকা্লের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কাজেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সমবায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে।

বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সমবায় সম্পৃক্ততা

শুধু বঙ্গবন্ধুই নন, তাঁর পরিবারের অনেকেই সমবায় চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন। সম্পৃক্ত ছিলেন সমবায় সমিতির সঙ্গে। এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী চিত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি :

খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন

খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচা। তিনি ১৪/০৩/১৯৭২ থেকে ২০/০১/১৯৮৭ সাল পর্যন্ত গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ০৬/০৪/১৯৭২ থেকে ০৮/০৭/১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (বিএসবিএল) এরও সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালে পাকিস্তান গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তাঁর চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়কালটা ছিল বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (বিএসবিএল) এর স্বর্ণযুগ। [তথ্য উৎস : (ক) শেখ নাদির হোসেন লিপু, চেয়ারম্যান মিল্ক মিটা প্রদত্ত তথ্য এবং (খ) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য]।

শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক

শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর শ্বশুর, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের পিতা। তিনি সমবায় বিভাগের যশোহর অঞ্চলের কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টার ছিলেন বলে জানা যায়। (তথ্য উৎস : ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় উপজেলা সমবায় অফিসার শেখ আমিরুল বশীদ এবং শেখ পরিবারের সদস্য মেয়র টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা জনাব শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল প্রদত্ত প্রদত্ত তথ্য)।

এসএম আমিনুল ইসলাম

এস এম আমিনুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভায়রা শেখ মোঃ মুছার মেয়ের স্বামী। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপন খালাত ভগ্নিপতি। এসএম আমিনুল ইসলাম ছিলেন খুলনা জেলা (অনার বোর্ডের ৮ নং ক্রমিক : ২৫/০৮/১৯৮৫ থেকে ০৯/০৮/১৯৮৮) এবং যশোহর জেলার (অনার বোর্ডের ৮ নং ক্রমিক :০৪/০৯/১৯৮৮ থেকে ১৬/০৫/১৯৯১) সমবায় অফিসার। [তথ্য উৎস : (ক) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় শেখ আমীরুল বশীর, মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য; (খ) মেয়র টুঙ্গীপাড়া শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল প্রদত্ত তথ্য; (গ) খুলনা ও যশোহর জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক প্রেরিত অনার বোর্ডের তথ্য।]

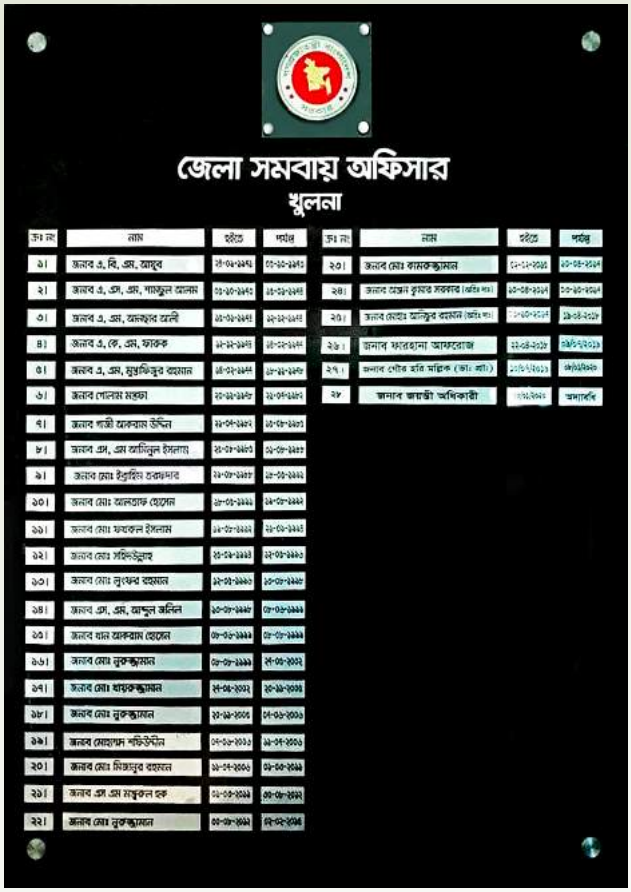

চিত্র-১ : জেলা সমবায় কার্যালয় খুলনা ও যশোহর-এর অনার বোর্ডে এসএম আমিনুল ইসলাম-এর নাম।

শেখ নাদির হোসেন লিপু

শেখ নাদির হোসেন লিপু বঙ্গবন্ধুর চাচা খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেনের পুত্র এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচা। তিনি ১ নং টুঙ্গিপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য এবং ১৯৯৬ সাল থেকে গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এবং জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন-এরও সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। (তথ্য উৎস : ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায়

মুন্সী রফিকুল ইসলাম ও শেখ মাসুদুর রহমান-এর প্রদত্ত তথ্য এবং গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অনারবোর্ড এর তথ্য)।

তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের বিশেস্নষণ ও ফলাফল

তথ্যানুসন্ধানে সমিতির সদস্য ও অভিজ্ঞ সমবায়ী এবং সংশিস্নষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও অভিমত এবং প্রাপ্ত অন্যান্য ডকুমেন্ট বিশেস্নষণ করে আমরা পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর সদস্যপদ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণজাত মন্তব্য তুলে ধরতে পারি :

পাটগাতী ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি গ্রাম ছিল এবং টুঙ্গীপাড়া ছিল এই ১৫টি গ্রামের একটি।

বঙ্গবন্ধুর আবাল্যসাথী ও বন্ধুরা (সৈয়দ নুরুল হক মানিক মিয়া,মোঃ সাখাওয়াত হোসেন শিকদার, মোঃ সোলায়মান খলিফা, শেখ নুরুল হক গেদু মিয়া, মোঃ খলিলুর রহমান খান, মোঃ লায়েক আলী বিশ্বাস, মনোহর কবিরাজ, শরত্ চন্দ্র বালা, শেখ আব্দুল হালিম প্রমুখ) পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্য ছিলেন। এরা ব্যবস্থাপনা কমিটিতেই সংশিস্নষ্ট ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুরও এ সমিতির সদস্য হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বঙ্গবন্ধুকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং বঙ্গবন্ধুও তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ছিলেন সমিতির সেক্রেটারী। পাটগাতী ছিল তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ নদীবন্দর ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এই বাজারেই শামসুল হক ফরিদপুরীর ঘরে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর অফিস ছিল। বঙ্গবন্ধু স্টিমারযোগে যখনই গ্রামের বাড়ীতে আসতেন, তখন পাটগাতীতে নেমে শামসুল হক ফরিদপুরীর সঙ্গে দেখা করে যেতেন এবং শামসুল হক ফরিদপুরীর মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ীতে আসলেই পাটগাতীতে নেমে তাঁর কবর জিয়ারত করতেন। যেহেতু শামসুল হক ফরিদপুরী পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সেক্রেটারী ছিলেন, কাজেই বঙ্গবন্ধুও এ সমিতির সদস্য ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

তৎকালীন সময়ে সমাজের গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুও সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বরং তাঁর সমবায় সমিতির সদস্য না থাকাই অস্বাভাবিক।

পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর নিবন্ধন হয় ১৬/১১/১৯৪৯ সালে এবং বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৫ মে কৃষিঋণ, সমবায় ও পলস্নী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হন। কাজেই ধারণা করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু পরিবারের ৪ জন সদস্য সরাসরি সমবায় সমিতির সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গেও সংশিস্নষ্ট ছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুর পরিবার একটি সমবায় পরিবার-এ কথা নির্দ্বিধায়ই বলা যায়। সুতরাং বঙ্গবন্ধুও সমবায় সমিতির সদস্য ছিলেন বলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল

জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্য ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় এবং এই ঘটনাটি সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি মাইলফলক। এ বিষয়ে আরও নিবিড়ভাবে তথ্যানুসন্ধান করে অধিকতর প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বঙ্গবন্ধরু সম্পৃক্ততা/অবদান/উদ্যোগ

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সমবায়কে ধারণ করতেন হৃদয়ে-লালন ও পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন আজীবনের কর্মপ্রয়াস দ্বারা। তিনি সমবায়কে 'সোনার বাংলা' গড়ার হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু 'সমবায় দ্যোতনা ও দর্শন' এবং 'সমবায় কর্মপ্রয়াস'-এর অনেক স্মারক রয়েছে। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা পেতে পারি এক অসাধারণ আলোকিত সমবায় ঐতিহ্য। বঙ্গবন্ধু দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে গিয়েছেন, সদস্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন, সমবায় সমিতির কার্যক্রমে প্রায়োগিক সহায়তা দিয়েছেন এবং সমবায় সমিতির উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ/প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য পেয়েছি বিভিন্ন সময়ের অনুসন্ধানে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহ হলো :

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায়ীর ছবি

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার সমবায়ী মো : আব্দুর রশিদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৫৮ সালে তারাগঞ্জের একটি জনসভায় ছবি তুলেছিলেন । সযত্নে তিনি এ ছবিটি আগলে রেখেছেন। মো : আব্দুর রশিদ চৌধুরী তারাগঞ্জের আলমপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি (ইউসিএমপিএস) এর সদস্য। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৬ বছর। সমবায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ এর তথ্যমতে, উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তিনটি বিষয় : (ক) শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে; (খ) দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়তে হবে এবং (গ) গণমুখী সমবায় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিলস্না কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে ০৭/১২/২০২০ তারিখে গবেষণা পরিচালকের রংপুর জেলা সফরকালে জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে। জনাব মোঃ রশিদ চৌধুরীর মোবাইল নম্বর : ০১৭২৪৮৮৩২৫৭।

চিত্র-২ : ডান দিক থেকে প্রথম ছবি।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কেটিসিটিএ পরিদর্শন

কুমিলস্নার বিখ্যাত কেটিসিসিএ (কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন) পরিদর্শন করেছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মাঝে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন। অনারবোর্ডে এসব মহাপুরুষদের নাম রয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিলস্না কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

চিত্র-৩ : অনার বোর্ডের ১০ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুবির রহমানের নাম রয়েছে।

সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃ (মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী)-এ বঙ্গবন্ধুর আগমন

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন ফাতিমা জিন্নাহ। তাঁর সমর্থনে নরসিংদীর মাধবদীতে একটি সমাবেশে বক্তব্য দিতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বক্তৃতার শেষে নরসিংদীর সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃ এ বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন এবং এক ঘন্টা ছিলেন। তিনি এখানে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি তোলা হয়েছিল যা সমিতির পরিচালক জনাব মোঃ এনাজুর রহমান সযত্নে সমিতিতে সংরক্ষণ করেছেন।

এছাড়াও জনাব মোঃ এনাজুর রহমান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাথী ও বন্ধু। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন সময়ে জনাব মোঃ এনাজুর রহমানকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। এটিও সযত্নে সংরক্ষণা করে চলেছেন তিনি। এ চিঠিটিও একটি ঐহিতাসিক দলিল হতে পারে সমবায় অঙ্গনে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিলস্না কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে ১১/০১/২০২১ তারিখে গবেষণা পরিচালকের নরসিংদী আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট পরিদর্শনকালে এ তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে। জনাব মোঃ এনাজুর রহমানের মোবাইল নম্বর : ০১৭১১৬২৭৬৫৫।

চিত্র-৪ : সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লিঃএ রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর ছবি।

মৃশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অনুদান

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এর সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিলস্নায় আসলে তাঁকে মৃশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পূণর্জন্ম হয়।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিলস্না কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

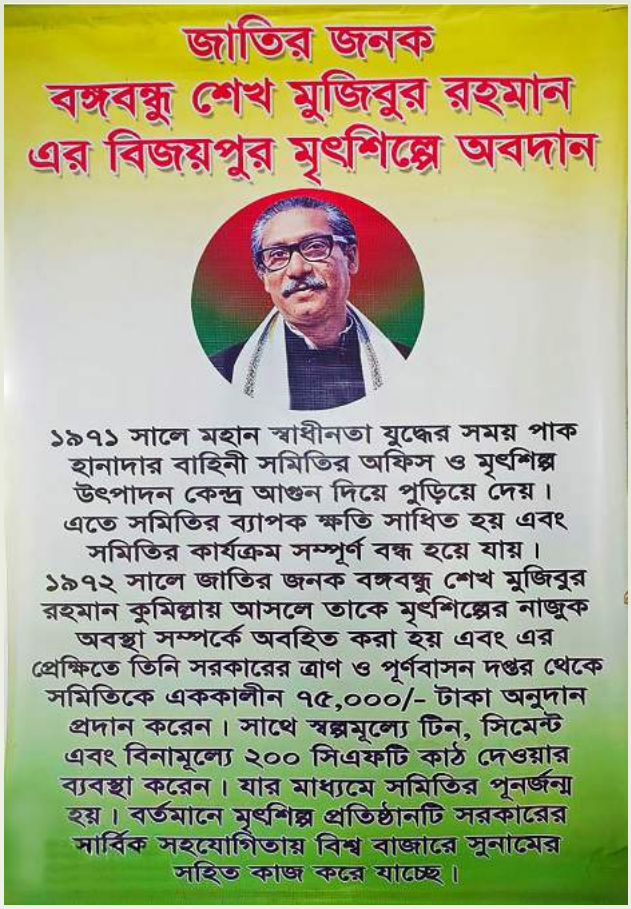

চিত্র-৫ : বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এ বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কিত ব্যানার।

'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা' -এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এফডিসি বিল উপস্থাপন, পাসকরণ এবং এফডিসির প্রতিষ্ঠা

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী ডঃ আব্দুস সাদেকের নেতৃত্বে ইডেন বিল্ডিংস সচিবালয়ে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঢাকায় একটি ফিল্ম ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক উর্দুভাষী অস্থায়ী চিত্র ব্যবসায়ী বলেন যে, এদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় ছবি নির্মাণ সম্ভব নয়। তাঁর এই নেতিবাচক বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নাট্যকর্মী আব্দুল জব্বার খান।

বাংলা ভুখেল তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। যদি কোন বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাণের পথে অগ্রসর হতেন, তবে তাঁকে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। আবার লাহোর থেকে প্রক্রিয়াকরণ শেষে পূর্ব পাকিস্তানে আনতে গেলেও লাগতো কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স। এ দুঃসহ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন ডঃ আব্দুস সাদেক ও সমমনরা। উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী ডঃ আব্দুস সাদেক ছিলেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক। পশ্চিম পাকিস্তানে যদি ছবি তৈরি হতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানে কেন ছবি হবে না-এ তাড়না তাঁকে বারবার পীড়িত করছিল। পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র তৈরি হতে হবে, এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করেন 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা'।

১৯৫৭ সালে মন্ত্রী থাকাকালে 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা'-এর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু এফডিসি বিল সংসদে উত্থাপন করেন এবং এটি পাস হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে চালু হয় নতুন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের বলে ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। চলচ্চিত্র ছিল তখন এই বিভাগের অধীন। চলচ্চিত্র ইউনিটের দায়িত্বে থাকা নাজীর আহমদ ছিলেন একজন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার দফতরের উপ-পরিচালক এবং চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান ছিলেন। আসগর আলী শাহ ছিলেন শিল্প সচিব এবং আবুল খায়ের ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব। নাজীর আহমদ উপ-সচিবের মাধ্যমে সরকারের কাছে ১ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জানালেন কর্পোরেশন করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ টাকা পাওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু সব শুনে নাজীর আহমদকে বাসায় ডেকে পাঠালেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তিনি ঢাকায় একটি স্থায়ী আধুনিক ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের দাবীর কথা জানালেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার তরুণ নেতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভক্ত,শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য পৃষ্ঠপোষক এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার এবং অবিসংবাদিত মহান দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু বিস্তারিত শুনে বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিলেন। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকে স্টুডিও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিলের খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সামসুদ্দীন আবুল কালাম তখন ছিলেন তথ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক। তিনি, ডঃ সাদেক, নুরুজ্জামান ও জব্বার খান বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক 'চলচ্চিত্র সংস্থা' গঠন সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন। জব্বার খান সাহেবের প্রস্তাব ছিল 'ইষ্ট পাকিস্তান ফিল্ম স্টুডিও' নামটি। সামসুদ্দীন আবুল কালাম নামটি পরিবর্তন করে রাখলেন 'East Pakistan Film Development Studio Act,57 -পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল। তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হতে মাত্র দু'দিন বাকী আছে। সবাই মিলে বিলের খসড়া বঙ্গবন্ধুর হাতে দিলেন। বিলের প্রস্তাব হাতে পেয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন,'প্রস্তাব আমি নিজেই পেশ করবো।' তখন কে জানতো এই বিল অনুমোদনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে এক নতুন ইতিহাস। বাঙালি জাতি পাবে সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সূতাগার।

মিল্কভিটার টেকের হাঁট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত নথিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত নোট

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতর "আমূল" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে

স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুটির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দুটির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় দুটি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" নামকরণ করা হয়।

মিল্কভিটার সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল উন্নয়ন সংশিস্নষ্ট একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ। দুগ্ধ শিল্পের স্বয়ংম্ভরতার স্বপ্নের বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু মিল্কভিটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিলস্না কর্তৃক চলমান 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : প্রয়োগ-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পাওয়া গেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)
কর্তৃক স্বাক্ষরিত টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের অনুমতি পত্র

চিত্র-৫ : ১৯৭৩ সালে টেকেরহাটে দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত নথি।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সমবায় সমিতিতে ঋণের চেক বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোহর সার্কিট হাউজে যশোহর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো—অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোহর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন।

অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা) জনাব অঞ্জন কুমার সরকার-এর উদ্যোগে এবং যশোহর জেলার সমবায় অফিসার জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক এর সৌজন্যে ছবি ও তথ্য পাওয়া গেছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সদর আসনের সংসদ সদস্য এম রওশন আলী কে সমবায় চেক প্রদান করেন।

চিত্র-৬ : যশোহর সার্কিট হাউজে যশোহর-৩ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও যশোহর সেন্ট্রাল কো—অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব এম রওশন আলীর নিকট যশোহর জেলার সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় চেক প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু

৫. বঙ্গবন্ধুর সমবায় সম্পৃক্ততার প্রায়োগিকতা :কতিপয় সম্ভাবনা

বঙ্গবন্ধু দেশের আপামর জনসাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাদেরকে কর্মবীর হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই আত্যন্তিক চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন :

No plan, however well- formulated, can be implemented unless there is a total Commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with single- minded determination. I am confident that our people will devote themselves to this task with as much courage and vigour as they demonstrated during the war of liberation.

[The above is an extract, in abridged form, taken from the Foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh which was prepared under the guidance and leadership of the FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.]

বঙ্গবন্ধুর এই single- minded determination সৃজনে সমবায় অধিদপ্তর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্তার শিকড় সন্ধানের মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত ফলাফল পেতে পারি :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মে সমবায় শক্তির উৎসারণ খুঁজে পাওয়া।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

সমবায় শক্তিকে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর প্রায়োগিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করা;

সমবায় ভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা।

আত্মসমালোচনার প্রেক্ষিত ও কার্যকরণ বের করা এবং নতুন আঙ্গিকে সমবায় সমিতি গঠনের নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করা।

মুজিববর্ষে প্রায়োগিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকালে গতিশীলতা আনায়ন করা।

সমবায় ঐতিহ্যের আর্কাইভ গড়ে তোলা।

অতীতের সমবায় ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

৬. উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততা উপলব্দি করতে আমরা সমবায়ের দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের সংজ্ঞা বিবেচনা করতে পারি। সমবায়ের প্রথম চমৎকার সংজ্ঞাটি আমরা পাই সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মো : আমিনুল ইসলামের নিকট থেকে। তিনি সমবায়কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন : 'সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর, ভালোবাসা-কেন্দ্রিক, ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই হোক, সমবায় অনুপস্থিত।সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাস।'

অপর দিকে আমেরিকার প্রেডিন্টে আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণের নির্যাস নিয়ে সমবায়ের ভিন্ন আঙ্গিকের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি এরকম : 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators.)

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন আদর্শ নেতা। নেতৃত্বের সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই : A Great Leader is He Who knows the Way- Goes the Way and Shows the Ways. (Jhon C Maxwell) (একজন নেতা হচ্ছেন তিনি যিনি পথ জানেন, পথে গমন করেন এবং পথ দেখান)। বঙ্গবন্ধু এমন একজন মহান নেতা যিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য সম্যকভাবে জানতেন, সারাজীবন সে পথে সংগ্রামস করেছেন এবং আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আলোকিত ভবিষ্যতের প্রোজ্জ্বল পথরেখা। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও সম্পৃক্ততার মাঝেও আমরা এই শাশ্বত চেতনার স্ফূরণ দেখতে পাই।

বাংলার মানুষই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন পাঠশালা। এই মানুষদের তিনি সংঘবদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা আনায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। সমবায় শক্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর জনগণকে সংঘবদ্ধ করার হাতিয়ার। জাতির পিতার সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নের শক্তিশালী বাহন হতে পারে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমবায় সম্পৃক্তকতা খুঁজে বের করা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই অনুসন্ধান কাজ দ্বারা আমরা সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় আন্দোলনে একটি নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে চাই যা হবে সমবায় অধিদপ্তরের তথা বাংলাদেশের সমবায়ীদের জন্য এটি একটি প্রায়োগিক কাজ। এই অনুসন্ধান কার্য থেকে প্রাপ্ত পাথেয় হবে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : যুগ্মনিবন্ধক খুলনা বিভাগ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা সমবায় অফিসার,খুলনা জনাব জয়ন্তী অধিকারী, জেলা সমবায় অফিসার যশোহর জনাব মঞ্জুরুল হক, জেলা সমবায় অফিসার, গোপালগঞ্জ জনাব ফায়েকউজ্জামান, উপজেলা সমবায় অফিসার, সদর, গোপালগঞ্জ জনাব শেখ আমিরুল বশীর এবং গোপাল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর স্টোর কীপার আবুল বশার গাজী এর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তথ্যানুসন্ধানে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য।]

হরিদাস ঠাকুর
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং সমৃদ্ধির জন্য সমবায়

এস এম মুকুল

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সমবায়ের জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়, আর সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়ী মনোভাব। তাই সঞ্চয়ী প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে এলে অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মজবুত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৌমাছির কথাই ধরা যাক। সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে পরিশ্রমী এই ক্ষুদ্র প্রণীটি সারাদিন ফুলে ফুলে বিচরণ করে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে। আবার অসময়ে সে মধু পান করে তারা জীবন ধারণ করে। সমবায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। আমরা জানি, সমবায়কে কাজে লাগিয়ে ভারত অবিস্মরণীয় সফলতা অর্জন করেছে। জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের রাষ্ট্রে সমবায়কে অর্থনীতির তৃতীয় খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নরওয়ে, সুইডেনের মতো দেশেও সমবায়ের মাধ্যমে কল্যাণমুখী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কাজেই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন এবং বিতরণ ক্ষেত্রে আশাতীত ফল পাওয়া এবং এর মাধ্যমে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমবায়ী অভিজ্ঞতাকে মডেল হিসেবে কাজে লাগালে দেশের দেড় লাখ সমবায় সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ৪ কোটি মানুষ এর সুফল পাবে।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'দলবেঁধে থাকা দলবেঁধে কাজ করাই মানুষের ধর্ম। যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা।' এই সম্মিলিত শক্তিই সমবায় শক্তির নামান্তর। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়।/দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র সমবায়, সমবায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে সমবায় চেতনার

পথিকৃৎ ব্যক্তিটির নাম ড. আখতার হামিদ খান। তিনি মেহনতি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন কৃষক, শ্রমিক, আমজনতাকে। সমাজের সাধারণ, দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সমবায়কে নতুনরূপ দিয়েছেন, যার অমর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)। সমবায়ের দীক্ষত হলো, দেশের টাকায় দেশীয় প্রতিষ্ঠান। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব শিল্পপ্রতিষ্ঠান। আমাদের টাকায় গড়ে ওঠা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমাদেরই কর্মসংস্থান হবে। দেশের টাকা দেশেই থেকে যাবে। আমাদের লাভ দিয়ে গড়ে উঠবে আরো নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান। এভাবেই ঘটবে সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দূর হবে দারিদ্র্য। মানুষে মানুষে তৈরি হবে মানবতার সেতুবন্ধন। সমবায় ব্যবস্থায় সমাজ গড়ে তুলতে পারলে বিদেশি অর্থ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তাদের কঠোর শর্ত মেনে কাজ করতে হবে না। বিদেশি প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুললে খুব লাভ নেই। কারণ আমাদের শ্রমে যে লাভ হয় তার সিংহভাগ চলে যায় বিদেশে।

আমরা জানি, সমবায়কে কাজে লাগিয়ে ভারত অবিস্মরণীয় সফলতা অর্জন করেছে। জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের রাষ্ট্রে সমবায়কে অর্থনীতির তৃতীয় খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নরওয়ে, সুইডেনের মতো দেশেও সমবায়ের মাধ্যমে কল্যাণমুখী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কাজেই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন এবং বিতরণ ক্ষেত্রে আশাতীত ফল পাওয়া এবং এর মাধ্যমে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমবায়ী অভিজ্ঞতাকে মডেল হিসেবে কাজে লাগালে দেশের দেড় লাখ সমবায় সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ৪ কোটি মানুষ এর সুফল পাবে।

বাংলাদেশে সমবায়

সমবায় বাংলাদেশে কোনো নতুন ধারণা নয়। বাংলাদেশে ২০০৪ সালে সমবায়ের শতবর্ষ অতিক্রম হয়েছে। দেশে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা দুই লাখেরও বেশি। তারপরও তুলনামূলকভাবে সমবায়ের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। সমবায়ের মাধ্যমে বহু দেশ-জাতি তাদের ভাগ্যের চাকা, বহু মানুষ-গোষ্ঠী নিজের আর্থিক অবস্থার বিরাট উন্নতি করতে পেরেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুসংগঠিত উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও আমানতের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সঞ্চয়ের সমন্বয় করে বহুমুখী কর্মক্ষেত্র তথা রোজগারি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। এর ফলে পরিবারের উন্নয়ন ঘটবে। পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে। স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এর ফলে গ্রামের মানুষের শহরমুখী প্রবণতা কমবে। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। মডেল গ্রাম হবে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মডেল প্রতিষ্ঠান হবে। সমাজে অপরাধপ্রবণতা, প্রতারণা, কলহ-বিভেদ কমে আসবে। এই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ঘটবে গ্রামে, শহরে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। যেহেতু সমবায় বহুমুখী কার্যক্রম সেহেতু এর সুফলও আসবে বহুমাত্রিক। একতা, জাগরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ এই প্রক্রিয়ায় দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব নিরসন সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। বাংলাদেশ একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

কৃষিক্ষেত্রে সমবায়

সমবায়ে বিশ্বের তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, ফ্রান্সের প্রতি ১০ জন কৃষকের ৯ জন সমবায়ী এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের ২৫ ভাগ সমবায়ী। জাপানে ৯১ ভাগ কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য। কৃষি সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার। কোরিয়ায় ৯০ ভাগ কৃষক, ৭১ ভাগ মৎসজীবী সমবায়ী। নরওয়েবাসীর প্রতি ৩ জনের ১ জন সমবায়ী এবং তাদের ৯৯ ভাগ ডেইরি পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। সিঙ্গাপুরের ভোগ্যপণ্য বাজারের ৫৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে সমবায়, যার বার্ষিক টার্নওভার ৭শ মিলিয়ন ডলার। নিউজিল্যান্ডে জিডিপির ২২ ভাগ আসে সমবায় থেকে। সেখানে ডেইরি সামগ্রীর ৯৫ ভাগ সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। কুয়েতে খুচরা বাজারের ৮০ ভাগ সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ভিয়েতনামে মোট জিডিপির ৮ দশমিক ৬ ভাগ আসে সমবায় থেকে। অতএব বিশ্ব সমবায়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক ও কৃষক সমবায় সমিতি অমিত সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্মসংস্থান ও বাজারব্যবস্থা উন্নয়নে সমবায়

কর্মসংস্থান ও বাজারব্যবস্থা উন্নয়নে সমবায় এক বিশাল শক্তি। সারা পৃথিবীর যাবতীয় কৃষি পণ্যের অর্ধেক সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাত হয়। ভারতের দুগ্ধ সমবায় ১১ মিলিয়ন সদস্য নেটওয়ার্ক ২২টি রাজ্যে সমবায় ফেডারেশনের মাধ্যমে ২৮৫টি জেলার এক লাখের অধিক গ্রামের পণ্য বাজারজাত করছে। তাছাড়া ১৯৯৬ সালে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ইউরোপে ৫ মিলিয়ন, জার্মানে ৫ লাখের অধিক, কানাডায় ৭৩ হাজার, কুইবেক প্রদেশে ৪২ হাজার লোকের। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী সমবায়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রায় একশ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সমবায়ের সফল উদাহরণ বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশি মিল্কভিটা ৩ লাখ সমবায়ী দুগ্ধ উৎপাদনকারীর আয় ১০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তরুণ বন্ধুদের উদ্যোগে ৩৫০ টাকার সমবায় সমিতি করে ২৫ বছরে বাংলাদেশে ১৫০ কোটি টাকার সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান কিংশুকের নাম সবারই জানা আছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইতিবাচক

সমাজ বিশ্লেষকদের অভিমত, সমবায়ের মূলধারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইতিবাচক। সমবায়ের মূলকথা, আমাদের সঞ্চয়, আমাদের বিনিয়োগ, আমাদের সমৃদ্ধি। সমবায়ের লক্ষ্য হলো স্বাবলম্বন ও স্বনির্ভরতা। বাংলাদেশের সংবিধানে উৎপাদন ও মালিকানা ব্যবস্থায় 'সমবায়'কে একটি অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ইউএনডিপি-আইএলও-এর এক যৌথ মিশন বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলবিষয়ক একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করে। রিপোর্টে দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়কে সম্পৃক্তকরণসহ জাতীয় সমবায় নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে রূপকল্প-২০২১। রূপকল্প বাস্তবায়নে সমবায়কে কাজে লাগিয়ে ২২টি লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। লক্ষ্যগুলো হলো-বিকাশমান অর্থনীতি, দারিদ্র্য মুক্তি, অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর সমনাধিকার, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়েছিলেন সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সমবায়কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রজাদরদি জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তার নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়েছিলেন সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'সমবায়নীতি-১' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমাদের টাকার অভাব আছে এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের ভরসার অভাব। তাই আমরা যখন পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দেই। আমাদের নিজের

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ১১ জুলাই বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ভূতেরদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে তিনি নিজ গ্রামের ফরিদগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বাবুগঞ্জ সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে এসএসসি ও ১৯৮১ সালে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯০ সালে শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে শুরুতে ড. হারুন অর রশিদ বিশ্বাস ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক, ফেনী জেলা রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি "ধান ও সবজিতে আর্সেনিক প্রভাব" বিষয়ে ২০০৮ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরিজীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ড. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক ।

হাতে যে কোনো উপায় আছে একথা ভাবতেও পারি না। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে, সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন।' সমবায়ের মূলমন্ত্রও তাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একা একা ভাত খেলে পেট ভরে, কিন্তু পাঁচজনে বসে একত্রে খেলে পেটও ভরে, আনন্দ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টিতে অন্যতম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের যেসব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সমবায়ের একটি মডেল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। এ কারণে সমবায়কে দিতে হবে নতুন উদ্দীপনা, সরকারি সব সহযোগিতা, আইন ও বিধিমালা সহজ করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ। দেখা গেছে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত বিশ্বে সমবায় অঙ্গনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে সমবায় সমিতিগুলো অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং বিশ্ববাজারে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

রূপকল্প বাস্তবায়নে সমবায়

বর্তমান সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের রূপরেখা ঘোষণা করেছেন। ২০২১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে রূপকল্প-২০২১। রূপকল্প বাস্তবায়নে সমবায়কে কাজে লাগিয়ে বিকাশমান অর্থনীতি, দারিদ্র্য মুক্তি, অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর সমনাধিকার, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশসহ ২২টি লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালিতে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আগামী ৫ বছরে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ৬৫ হাজার গ্রামে বিভিন্নমুখী সমবায় চালু করবে।' বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালি জাতির সাঁইকি। তাই তিনি সবরকম উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন দেশের আপামর জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। ৩০ জুন ১৯৭২ বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, সমবায়ের পথ-গণতন্ত্রের পথ।' কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী চেতনা এই মূলধারা থেকে দেশ অনেকটাই বিচ্যুত। গণমুখী সমবায়ে বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির কথা পাঠ্যসূচিতে উঠে আসা দরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে সমবায়কে দ্বিতীয় স্থানে নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন, সমবায় হবে সম্পূর্ণ গণমুখী ও গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এর নীতি হবে সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক।

এস এম মুকুল
কৃষি-অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন বিশ্লেষক

টেকসই উন্নয়ন ও নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সমবায়

মোঃ নাসির উদ্দীন

বিদেশী মিশনারীদের মধ্য দিয়েই খ্রিষ্টের বাণীর আগমন এদেশে। রাজশাহী ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশের অধীন সুরশুনিপাড়া প্রভু নিবেদন ধর্মপল্লী পূর্বে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর অধীনে একটি ছোট সাব-সেন্টার ছিল। আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লী থেকে বিদেশী মিশনারীগণ ও স্থানীয় পুরোহিতগণ, খ্রিষ্টধর্ম-সেবাকাজ পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর খ্রিষ্ট ধর্মানুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সহায়তায় সুরশুনিপাড়া সাব-সেন্টারটি ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীটি জনসংখ্যা ও আকৃতির দিক থেকে অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় ধর্মপল্লী। উক্ত ধর্মপল্লীতে মোট ৭৯টি খ্রীষ্টান নৃ-তাত্ত্বিক গ্রাম রয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, বগুড়া প্রভৃতি জেলাগুলোতে সাঁওতাল, শিং (গঞ্জু), ওঁরাও, মুন্ডারি, বেদিয়া মাহাতো, রাজোয়ার, কর্মকার, তেলী, তুরী, ভুইমালী, কোল, কড়া, রাজবংশী, মাল পাহাড়িয়া, মাহালী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরং বা ম্রো, খিয়াং, লুসাই, পাংখোয়া, বম, খুমী ও চাক জনগোষ্ঠী বসবাস করছে।

বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লাখ নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ। তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার সরকারি প্রচেষ্টার ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ সরকার নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র, বাসস্থান সংক্রান্ত উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘু শিশুদের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার আগামীতে ছয়টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা একটি ইতিবাচক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, জ্ঞান ও অস্তিত্ব যেমন রক্ষা পাবে; তেমনি তাদের সম্মানও দেখানো হবে। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্যতা উত্তরণ, ভাষা ও শিক্ষার অধিকারসহ কয়েকটি মূল উদ্বেগ চিহ্নিত করা হয়েছে; সেগুলো সমাধানে সক্রিয় উদ্যোগ আহ্বান করা হয়েছে।

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী যেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে তাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থা, তহবিল ও কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'একটি বাড়ী, একটি খামার' এবং 'ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন' প্রভৃতি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত অসংখ্য অসহায়, নিঃস্ব পরিবার ঠিকানা পেয়েছে। চলমান এ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র্যের ব্যবধান কমে আসছে। এছাড়া দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলো যেমন- ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায়, বহুমুখী সমবায় সমিতি, গৃহায়ন সমবায় সমিতি, যুব সমবায় সমিতি, মহিলা সমবায় সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি, কৃষক সমবায় সমিতি, দিনমজুর সমবায় সমিতিসহ আরো অনেক সমিতি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সমবায় সমিতির কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপে তুলে ধরা হলো :

নিবন্ধন, সদস্য সংখ্যা, সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর আওতাধীন নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাত্র ৪৫ জন খ্রীষ্টান নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, মূলধন গঠন এবং সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে সমবেতভাবে ১৯৯৩ সালে সুরশুনিপাড়া আদিবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে সমিতির সদস্যগণ তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তাগিদে, জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহীর ০৮/০২/২০০৭ খ্রি. তারিখের ৩৩ নম্বর আদেশে সমিতিটি নিবন্ধনের আওতায় সমবায়ের পতাকা তলে আসে। কালের বিবর্তনে সমিতিটির উত্তরোত্তর সফলতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে বর্তমানে সমিতির পুরুষ সদস্য ১,৮৬২ জন, মহিলা সদস্য ২,৬০৮ জন মোট সদস্য সংখ্যা ৪,৪৭০ জনে উন্নীত হয়েছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি

গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকন, ফাদিলপুর, বৃন্দাবনপুর ও চকবোনাই মৌজায় সমিতির নামে প্রায় ২.৪১২৫ একর ধানী ও ভিটা জমি ক্রয় করা হয়। এ জমি সমিতির সদস্যবৃন্দ চাষাবাদ করে সমিতির মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ করে আসছে। এ জমির বর্তমান

সমবায় সমিতির সদস্য জনাব সুবাস হেম্ব্রম সমিতি হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ এবং অটো বোরাক ক্রয় করে সাবলম্বী হয়েছেন।

সমবায় সমিতির সদস্য জনাব মার্থা হাঁসদা সমিতি হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

মূল্য প্রায় ৩৮,২১,২৪৫ টাকা এবং অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ৩৮,৪০,৫৭০ টাকা।

অর্থনৈতিক অবস্থা/দৃশ্যমান অবদান

সমিতিতে শেয়ার মূলধন বাবদ ১,৫৬,২০,৪১২ টাকা, সঞ্চয় আমানত বাবদ ২,৬৬,৯৪,৮০৫ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল বাবদ ৯,২৬,০৬৭ টাকা, অন্যান্য তহবিল বাবদ ১৮,১৫,১০৩১ টাকা, নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৩,১৫,৩৪,৯০৩ টাকা। এ ছাড়া সংরক্ষিত তহবিলের ৬,০৩,৮২৫ টাকা ব্যাংকে এফডিআর হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। শুধু মাত্র নিজস্ব তহবিল দ্বারা গঠিত মুলধন হতে সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৫৬০ জন পুরুষ এবং ৭৫২ জন মহিলা সর্বমোট ১,৩১২ জন সদস্যের মাঝে ১০,০৬,৬৩,১২২ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৬,২০,৩২,৪৩৮ টাকা আদায় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারী বা অন্য কোন সংস্থা হতে কোন ধরনের ঋণ গ্রহণ করা হয়নি।

সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন, অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল

সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সমিতিতে এ পর্যন্ত ৫,২১,৩৫৭ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ সালের অডিট ফি ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩০,০৭৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক,বিশেষ ও মাসিক সভা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য গত ১৪/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অডিট বর্ষে মোট ১২টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচন

বিগত সকল নির্বাচন সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন গত ২৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে এবং প্রথম সভা গত ২৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আইন-কানুন প্রতিপালন

অত্র সমিতি সমবায় আইন,বিধিমালা, উপ-আইন, এবং বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট সম্পাদন

সমিতিতে তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ অডিট সেল রয়েছে এবং বার্ষিক অডিট যথাসময়ে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক অডিট ১৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাসময়ে অডিট সংশোধনীও দাখিল

করেছে।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম
উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঋণ কার্যক্রম, কৃষি চাষাবাদ, সেচ প্রকল্প, গবাদি পশু পালন হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রম সমিতিতে চালু রয়েছে।

সেবামুলক উন্নয়ন কার্যক্রম
সেবামুলক উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক বনায়ন, গণশিক্ষা,স্যানিটেশন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি,বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল, আদিবাসি ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, রাস্তাঘাট মেরামত, দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও ছাত্র বৃত্তি ইত্যাদি সেবামুলক কাজ সমিতিতে চালু রয়েছে।

প্রকল্পসমূহ/বাণিজ্যিক উন্নয়ন কার্যক্রম
বাণিজ্যিক উন্নয়নে সমিতিতে বিভিন্ন ট্রেডে যথা-জমি ক্রয়, জমি বন্ধকী-জমি উদ্ধার, ঘর-বাড়ী মেরামত ও নির্মাণ, মৎস্যচাষ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, মেশিন ক্রয়, বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র ব্যবসা, ধান ও গম চাষ, সবজি চাষ, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল-ভেড়া পালন, পুকুর লিজ, থেসার গাড়ি ক্রয়, পাতি হাঁস ও মুরগি পালন, গরু পালন ও মোটাতাজাকরণ, হেয়ার কাটিং 'সেলুন' ব্যবসা, অটো বোরাক ক্রয়, কম্পিউটার সার্ভিস, সেলস্ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ওয়ার্কসপসহ বিভিন্ন ট্রেডে সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য প্রতিটি প্রকল্প হতে সদস্যগণ সফলতা অর্জন করে চলেছে এবং তা লাভজনক।

কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি
সমিতির নিজস্ব পুজিঁর মাধ্যমে ১,১৪৮ জন সদস্যের মধ্যে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। কর্মসংস্থানের মধ্যে সমিতিতে প্রধান কর্মী ০১ জন ও মাঠ কর্মী ০৩ (তিন) জন কর্মরত আছেন। যেমন-প্রধান কর্মীর বেতন- ১০,৬৪০ টাকা, সিনিয়র মাঠ কর্মী ০২ (দুই) জন, প্রত্যেকের বেতন-৯৯১০ টাকা , ৯২৮০ টাকা ও জুনিয়র মাঠ কর্মীর বেতন- ৮,৪০০ টাকা, সর্বমোট ৭,৪১,৪২০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়েছে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম
গণশিক্ষা, সামাজিক বনায়ন, স্যানিটেশন কার্যক্রম এবং পরিবেশ সংরক্ষণ,বাল্য বিবাহ রোধ,যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, টিকা দান, ইভটিজিং প্রতিহত ইত্যাদি জনহিতকর কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীলকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম
সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । উল্লেখ্য সমিতির অনেক সদস্যকে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সমিতির সদস্যদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে । তাছাড়া সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় দিবস যথাযথভাবে পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রচার ও প্রকাশনা
সমিতির সভাপতি জনাব রাজেন হেম্ব্রম ১৯৯৩ সাল হতে সাধারণ সদস্য এবং ১৯৯৮ সাল হতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে বহাল রয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে জনাব রাজেন হেম্ব্রম ললিতনগর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করে আসছেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৯৩-২০১৮ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা এবং নভেম্বর/২০২০ সংখ্যায় ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা শিরোনামে নিজস্ব প্রকাশনার মাধ্যমে সমিতির গঠনমূলক কার্যক্রমের প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া সমিতিটি সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমিতিতে প্রায়ই সেমিনার ও সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সামাজিক কার্যক্রম
সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষ রোপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, শিশুদের টিকাদানের উদ্বুদ্ধকরণ আদিবাসী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল গমণে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হয়ে থাকে ।

জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্তি
অত্র সমিতির সদস্য জনাব সুচিত্রা রোজারিও জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০১০ এ শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। নিয়মিত শেয়ার ক্রয় ৪১,৭০৪ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,০৫,২৭৫ টাকা আদায়, সময় সময় ঋণ গ্রহণ ও যথানিয়মে পরিশোধসহ মাটির বাড়ী হতে দালান বাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ অবদানের জন্য তিনি উক্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সুখী সমৃদ্ধির দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে, সরকারের এ সকল উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকুক এবং প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ এ উন্নয়নের সুফল ভোগ করুক, সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। সুরশুনিপাড়া আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর সমবায় চেতনার পূর্ণতা লাভের মাধ্যমে সমবায়ীদের ভাগ্যোন্নয়ন হউক; সেইসাথে সমিতিটি যেন মডেল সমবায় সমিতি হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এই আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র :
১. রর্বাট ডি ওয়াটকন্সি : আবাসিক সমন্বয়কারী, জাতিসংঘ বাংলাদেশ।
২.International Day of the World's Indigenous Peoples 9 August

মোঃ নাসির উদ্দীন, সহকারী প্রশিক্ষক, জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী।

রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলাধীন কৃষ্ণনগর গ্রামের ২০ জন লোকের ২০,০০০ টাকা শেয়ার ও ২০,০০০ টাকা সঞ্চয় আমানত নিয়ে গঠিত রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ রেজিঃ নং—৭৬৩, তাং—২৭/১০/২০০৫ইং (সংশোধিত রেজিঃ নং- ১০৬১ তাং ১৪/১০/২০০৯ ইং), গ্রাম : কৃষ্ণনগর, ডাক : জুড়ী, উপজেলা : জুড়ী, জেলা : মৌলভীবাজার।

সমিতির সভ্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্মএলাকা সমগ্র মৌলভীবাজার জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১,১০৭ জন, মহিলা ১,৪২৪ জন, মোট ২,৫৩১ জন। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে : ক্ষুদ্র ঋণ, মাঝারি ঋণ, বৃক্ষ রোপন, মাছ চাষ, তাঁত প্রকল্প, ত্রাণ বিতরণ, করোনাকালে সাহায্য প্রদান।

অত্র সমিতিতে ১ জন ম্যানেজার ও ৮ জন মাঠকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে ৯ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সমিতির সদস্যদের শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ স্থানীয় জনসাধারণের উপকারের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই সমিতির মূল উদ্দেশ্য।

সমিতির কর্মএলাকায় অসহায় গরীব কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ, হাস-মুরগী, গবাদি পশুপালনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানসহ নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মণিপুরী শাড়ী, গামছা, ওড়না, দু-পাট্টা, মাফলার ও চাদর সহ বিভিন্ন কাপড় উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া এ সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ৯ জন সদস্যের এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১৪০০ লোকের

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভ্য নির্বাচনী এলাকার ও সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের লোকজনকে নিয়ে গঠিত সমিতিটি প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আসছে। সমিতিটির শুরুকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল : ২০ জন। যা বর্তমানে দাড়িয়েছে ২.৫৩১ জন। শুরুকালীন শেয়ার আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। যা বর্তমানে দাড়িয়েছে ৩,৪৮,২০০ টাকা। শুরুকালীন সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। যা বর্তমানে দাড়িয়েছে ১,০৫,২৯,০৬৬ টাকা।তাহা ছাড়াও সংরক্ষিত তহবিল ৮,০০,০২৭ টাকা। কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড ২,৯২,৫২৫ টাকা সদস্যদের অস্থায়ী আমানত ২২,৫৪,৪৮২ কু-ঋণ তহবিল ৫,২৪,৩১৬ টাকা, কল্যাণ তহবিল ৮,৬৫৬ টাকা ঋণ বীমা তহবিল ২,২১,৬৩৫ সমিতির স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ৬.০০ শতাংশ ভূমি সমিতির নামে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ভূমির দলিল মূল্য ৪,৫১,৯১০ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কম্পিউটার ১টি, চেয়ার ১২টি, ক্যাশ ৩টি, লম্বা টেবিল ১টি, আলমারি ১টি, ফ্যান ২টি যার বর্তমান মূল্য ১,৫৫,০০০ টাকা। সমিতির প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। ''ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কনা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'' এই অভিসংবাদিত পাঠ্যকে সামনে রেখে গ্রামের ভূমিহীন কিংবা শহরের বসিত্মর লোকদেরও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে। সরকারী বা বিদেশী সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে কোন ধরনের ঋণ গ্রহন করা হয়নি। সমিতির সকল কার্যক্রমে সমবায় আইন,বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে। নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন ও এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। এভাবেই সমিতিটি সফলতা লাভ করে আসছে।

শুরু থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত আবন্টিত লাভের পরিমান ২৯,০৯,০৫২ টাকা। লভ্যাংশ বিতরণ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে।সমিতিটি নিয়মিত অডিট ফি ১০,০০০ ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করে আসছে। সমিতিটি সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সনের সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করেছে ৩০,০৮০ টাকা।

সমিতির সকল কার্যক্রমে সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে। নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়। সমিতির সর্বশেষ অডিট সম্পাদিত হয়েছে।

সমিতিটি অবৈধভাবে কোন ব্যাংক ব্যবসার সাথে জড়িত নহে। সমিতিটি স্থানীয় কমার্স ব্যাংক লিঃ, সোনালী ব্যাংক লিঃ ও জনতা ব্যাংক লিঃ, জুড়ী, মৌলভীবাজার শাখায় দৈনন্দিন লেনদেন করে আসছে। সমিতির সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতির পরিমান ১৩,৯০,৪৭৩ টাকা।

সমিতির কর্ম এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহনসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী সমিতির সদস্যভূক্ত পরিবারের সকল সদস্যসহ স্থানীয় জনগনের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে স্বাস্থ্য বিশুদ্ধ পানি পান ও ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার বাল্য বিবাহ এবং যৌতুক প্রথা রোধে সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া ও করোনা মহামারী মূহুর্তে সমিতি ৩০০টি পরিবারের মধ্যে ১,০৫,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। বন্যাকবলীত এলাকায় দূর্গতদের মাঝে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সাফল্য

নারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত জীবন উপহার দেয় সমবায়। সমবায় সমিতি স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতিতে অবদান রাখা। কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বোপরি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। সমবায়ে মহিলাদের অবদান উল্লেখযোগ্য, তাদের বিচরণ অবারিত ও দৃশ্যমান, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতির তালিকায়।

সমিতির ঠিকানা গ্রাম: তেতইগাঁও, ডাকঘর: আদমপুরবাজার, উপজেলাঃ: কমলগঞ্জ, জেলা: মৌলভীবাজার। রোজি নং: ১৭৩ তারিখ: ১২/০৬/২০১২ইং। সদস্য সংখ্যা: ১,১৪০ জন। কার্যকরী মূলধন ১৪,৯৩৭,৪১১ টাকা। শেয়ার ৪৩৩,৫০০ টাকা, সঞ্জয় ৪,৬৭৫,২৯৪ টাকা কর্মসংস্থান ১,০৩০ জনের। বার্ষিক বিক্রিত পন্যমূল্য ১৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

মোট মূলধন ১৪,৯৩৭,৪১১, মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪০০ জন। ঋণগ্রহীতার হার ৪৫%, ঋণ বিতরণের হারঃ ৮৫%, ঋণ সংগ্রহের হার ৮০%, শেয়ার সংগ্রহের হারঃ ৫৫%, সঞ্চয় গ্রহণের হার ৭০%, ব্যবস্থাপনা খরচের হার ৭০% ক্রয়কৃত জমির পরিমাণঃ ১৮ শতক, ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬ জন।

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা আত্মবিশ্বাসের সাথে সমিতির মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

সদস্যদের পরিবর্তনের সারাংকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো।

- আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আই.জি.জি এবং সোস্যাল এন্টারপ্রাইজ গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি এবং একক ঋণের মাধ্যমে এসব কাজ করছে সদস্যরা।
- সমিতির সদস্য ও সদস্য পরিবারের এবং সমাজের বেকার যুবক/যুবতীদের মাঝে কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদান।
- মায়েরদের মাধ্যমে শিশুদের /সদস্যদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে নারীদের পুষ্টিসম্পর্কে ধারণা।
- বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রকল্পের ফলে উন্নতি।
- মাদের মাথা উচু করে দাঁড়ানোর পস্নাটফর্ম সৃষ্টি হচ্ছে।
- সদস্যদের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে।
- তাদের নিজেদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পারিবাকি ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষসমতা/সুয়োগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে পেয়েছে পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার হয়েছে এবং নিজের আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ভুমিকা রাখতে পারছেন।
- চলাফেরায় স্বার্ধনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারছেন।
- নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই স্বার্ধনভাবে গ্রহন করতে পারছেন।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে অস্বচ্ছল সদস্যদের ঋণবিতরণ করে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম যথা গবাদি পশুক্রয় , মৌসুমী ধান বীজ ঋণ, সবজি চাষ ঋণ, পারবরজ মেরামত ঋণ, মৎস্য চাষ ঋণ, নার্সারী ঋণ, হাস-মুরগী খামার ঋণ, মুদি দোকানী ঋণ, পানির মেশিন ঋণ ও ক্ষুদ্র প্রকল্প সমুহ গ্রহনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোট বিনিয়োগ ৬৫,৬৭,২৫১ টাকা, ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৪০০ জন।

সমিতির কর্ম এলাকার সদস্য ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামুল্যে চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, আইডি ভুক্ত শিশুদের খাতা কলম প্রদান, ব্যাগ, স্কুল ড্রেস , ছাতা, পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয় । আরও অন্যান্য সমাজ সেবা মুলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভুমিকা পালন করা হয়। সমিতির মুলধনের ১০০ ভাগই সদস্যদের মুলধন ।

সমিতির সকল হিসাব পত্র ও যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারে সংরক্ষন করা হয় । সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের কর্মকান্ড সদস্যদের নিয়ে পর্যবেক্ষন করা হয় । সমিতির কার্যক্রম সামাজিক মাধ্যম ফেইজবুকে আপলোড করা হয় ।

গবাদি পশু ক্রয় খাতে ২৬৫ জন, তাঁত খাতে ২৩৫ জন, পান বরজ খাতে ৩০ জন, মৎস্য চাষ খাতে ৪০ জন, হাঁস-মুরগী খামার খাতে ১৪৫ জন, মুদি দোকানী খাতে ৬৫ জন, কৃষি কাজে ১৬৫ জন, কম্পিউটার প্রশিক্ষনে ৩০ জন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৪৫ জন, দর্জি বিষয়ক খাতে ১০ জন সহ মোট ১০৩০ জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

অত্র সমিতিতে ২ জন কর্মচারী সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে । কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা রয়েছে ।

অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সমিতি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পন্যের দোকান প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সদস্যদের নিকট ভাড়া প্রদান সহ পরিবহন, জলবায়ু পরিবর্তনে বৃক্ষরোপন কর্মসুচি . মৎস্য প্রকল্প কর্মসুচি , লাভজনক কৃষি জাত পন্যের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে ।

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এলাকার সদস্য তথা জনগণের মাঝে প্রচন্ড ইতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে। সদস্যরা তাদের আত্নবিশ্বাসী ও সচেতন জ্ঞানগর্ব মতামত সর্ব ক্ষেত্রে উপস্থাপন করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাদের ধারণাও পরিস্কার রূপ পেয়েছে। কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতি হিসাবে বলেছেন, জনাব হরিদাস ঠাকুর, গবেষণা পরিচালক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনায়। ।

দুগ্ধ উৎপাদনে অনন্য চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য ফেরানোর লক্ষকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে চন্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি নিজস্ব কর্মের মাধ্যমে দুগ্ধ সেক্টরে শুধু ডুমুরিয়ায় নয় সারা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। সমিতিটি ৫২/কে নম্বরে ৩০/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২০ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রান্তিক দুগ্ধ সার্বিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে নিবন্ধিত হয়।

সমিতির মাধ্যমে গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;

সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

সদস্যদেরকে গবাদি পশুর উন্নয়নে মূলধন গঠন করা;

সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি দুগ্ধ শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২৩,৩০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,২৮,০০০ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১৭৬ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ১৮,২৩,৪৩৪ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন ও স্বকর্ম

সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতিতে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। এছাড়াও দুগ্ধ খামারে প্রায় ৭০ জন লোকের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

এ সমিতি প্রতিবছর সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে। এছাড়া সমবায় সমিতি আইন, (সংশোধন) ২০১৩ এর ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধার্যকৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতিতে সমবায় সমিতি আইন, (সংশোধন) ২০১৩ এর ধারা-৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে থাকে। সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে সমিতি সৃষ্ট নীট লাভের ভিত্তিতে অর্থাৎসমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি-১০৭ এর ১(ক) অনুযায়ী ধার্যকৃত অডিট ফি; বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করে থাকে।

সমিতির সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ দুগ্ধ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। ২০১৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতিটি এলাকায় একটি সফল উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে এলাকায় বহু সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

বেলোয়া আবাসন প্রকল্প বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা

বেলোয়া আবাসন প্রকল্প বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রাম : বেলোয়া, ডাক : চৌধুরী গোপালপুর, ইউনিয়ন : ২ নং পালশা, উপজেলা : ঘোড়াঘাট,জেলা : দিনাজপুর। সমিতির রেজিঃ নং ১০৭, তারিখ : ১৫/১২০২০০৫ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প আশ্রয়ন (ফেইজ-২)তে বসবাসরত সুবিধাভোগীদের নিয়ে উক্ত সমবায় সমিতি গঠিত।

বেলোয়া আবাসন প্রকল্প বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য সংখ্যা ৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৪ জন এবং মহিলা ৪০ জন। সমিতির নামে বেলোয়া মৌজায় নয়ন দিঘী নামে একটি সরকারি খাস পুকুর লীজ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পুকুরে সমিতির পক্ষ হতে মাছ চাষ করা হয়। এ ছাড়াও সমিতির ২৫ জন মহিলা সদস্য চুল প্রসেসিং এর কাজ করছে। উক্ত কাজে প্রতি সদস্য মাসে ৩,০০০ টাকা করে পারিশ্রমিক পায়।

সমিতির ২৪ জন সদস্য অন্যের জমিতে মৌসুমি কৃষি কাজ করে এবং বাকী ১০ জন সদস্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে।

উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ সমিতি সঠিকভাবে পরিচালনা করে ২০১৮-২০১৯ সালে ১৩,২৪৯ টাকা নীট লাভ করেছে। তাছাড়াও সদস্যদের অভাব অনটন দূর হয়েছে। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান।

মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ বার্ষিক সাধারন সভার চিত্র।

সফল সমবায় মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

সমিতির সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিড়্গা ও প্রশিড়্গণ দিয়ে পারস্পারিক সহযোগীতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন ও সংগ্রামে সংঘবদ্ধ থেকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত কওে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে সভ্যগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গৃহায়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে ২০১২ খ্রিঃ মোহনাহাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিলিঃ গঠিত হয়। সমিতিটি গঠনের পর থেকে সদস্যদের আর্থ-সামাজিকউন্নয়নে গুরুপ্তপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

রেজি নং ও তারিখ ঃ ১৩৬, তারিখঃ০৪/০৩/২০১২ইং, নগরমীরগঞ্জ, মাহিগঞ্জ,রংপুরসদর,রংপুর।

শেয়ার মূলধন ৮,৫৭,৬০০ টাকা। সঞ্চয় আমানত ৩৯,১০০টাকা। কার্যকরী মূলধন ২,১৩,৮৭,৫৮১ টাকা

সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠন পূর্বক তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করারই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৮ জন।

সমিতিতে বর্তমানে ৩টি হাউজিং প্রকল্প চলমান আছে।

ক) মোহনা গার্ডেন সিটি।

খ) মোহনা এনএস টাওয়ার।

গ) ড্রীমল্যান্ড স্কীম।

সমিতি সদস্যগণের নিকট থেকে নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় ও হাউজিং প্রকল্প থেকে অগ্রীম আদায়ের মাধ্যমে হাউজিং প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন বেতনভূক্ত

কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে। সমিতিটির বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখছে।সমিতিটি তাদেও আবাসন প্রকল্পের ফ্লাট বিক্রয়ের নিমিত্তে কমিশন প্রদান করায় সমিতিতে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতি থেকে অফিসের জন্য ফ্লোর ক্রয় করেছে ফলে সমিতিতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। চলমান কার্যক্রম সমবায় বিভাগের সুনাম বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আলোচ্য সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। সমিতিটির সদস্যরা উপ-আইনে বর্নিত বিধান অনুসারে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করেছে। সমিতির সদস্যদেও নিয়মিত মুনাফা প্রদান করায় শেয়ার ও সঞ্চয় জমার ধারা অব্যাহত থাকায় সমিতির মুলধন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করছে।

সমিতিটির আওতাধীন আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিতে দিন দিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।যা সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে।

সমিতির সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান কওে আসছে। আলোচ্য সনে সমিতি সদস্যদের মাঝে ২৮৩৩৭.০০ টাকা শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করেছে। সমিতি ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ সনে ১৪৪১২.০০ টাকা সিডিএফ প্রদান করেছে।

সমিতিতে নিয়মিত অডিটকার্য সম্পাদিত হয়। সমিতির ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ সনের বিধিবদ্ধ অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব খোলা আছে। সমিতির হিসাবের স্বচ্ছতার জন্য সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাব নম্বরের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে ।

সমিতি স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ৭২২৯২৮.০০ টাকা মূল্যমানের আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ রয়েছে। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করছে।

সমিতির সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়, হাউজিং প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কার্যক্রম যেমন সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, বৃক্ষ রোপন, সদস্যদেও সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি, শীতের সময় শীত বস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন দূর্যোগের সময় অনুদান প্রদান করে থাকে।

মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর হাউজিং প্রকল্পের মোহনা টাওয়ার।

শিক্ষা বৃত্তির টাকা প্রদান

কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ইতিবৃত্ত

ইংরেজিতে একটি কথা আছে "Man lives in deeds, not in years" অর্থাত্ মানুষ তার কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকে, বয়সের মাধ্যমে নয়। "কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ " প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাঁদের নিরলস চেষ্টা ও ত্যাগ ছিল তারা কেহই ইহ জগতে বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের কাজের ফলস্বরূপ এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান প্রজন্ম তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত কধুরখীল গ্রামের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড অবস্থিত। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার কধুরখীল গ্রামেরই ১৬২৯ জন গরীব, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত অধিবাসী হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ সকল ধর্মমতের সম্মিলনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এই সমবায় প্রতিষ্ঠান।

কধুরখীল এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে গ্রামেরই কিছু সমাজহিতৈষী ব্যাক্তি ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠা করেন কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দক্ষ পরিচালনা ও সমিতির সদস্য এবং এলাকাবাসীর আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠান এখন শতায়ুপ্রাপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস, দেশ-বিভাগ, বিভিন্ন সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, পাক-ভারত যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সোসাইটির কার্যক্রমকে সময়ে-সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাহত করলেও সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দিতে পারেনি। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান সম্মুখ দিকে এগিয়েছে আপন গতিতে, চলতে চলতে পদার্পণ করেছে শতবর্ষে।

ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতন ও বঞ্চনার

অন্যতম সহযোগী স্থানীয় মহাজনদের চড়া সূদের ঋণের ফাঁদে বন্দী জনগোষ্ঠিকে উদ্ধার করতে এবং গ্রামের হতদরিদ্র দুঃখী মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে কধুরখীল ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য জনকল্যাণকামী পরমহিতৈষী সমবায়ী ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মানসে ১৯১৭খ্রি. সালে প্রথম "কদুরখীল কো-অপারেটিভ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত বিধু ভূষণ চৌধুরী, প্রয়াত শচীরাম চৌধুরী, প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল দাস, প্রয়াত গগন চন্দ্র দাস, প্রয়াত যোগেশ চন্দ্র দত্ত, প্রয়াত বঙ্কিম চন্দ্র আইচ, প্রয়াত তারাচরণ পারিয়াল, প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস, প্রয়াত ভগবতী প্রসন্ন চৌধুরী, প্রয়াত হেমচন্দ্র চৌধুরী, প্রয়াত উমেশ চন্দ্র দত্ত, প্রয়াত মনিন্দ্র লাল দাস, প্রয়াত রাশমোহন দাস, প্রয়াত বিপিন বিহারী দাস এবং প্রয়াত রোহিনী রঞ্জন মজুমদার প্রমুখ। আজও কধুরখীল এলাকার জনসাধারণ উপরোক্ত পূণ্যবান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, মানসপটে তাঁরা চিরঞ্জীব-চির অমম্লান। তাইতো কবির ভাষায় বলি-

সেই ধন্য নর কূলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।

এলাকাবাসীর আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা। সদস্যদের ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। সদস্যদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং সমবায় ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। এলাকার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়ার মহান ব্রতে সহায়তা প্রদান করা।

এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হল নিম্নরূপঃ

- সদস্যদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।
- সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করা।
- সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনকল্যাণে গৃহায়ন প্রকল্প, গৃহ মেরামত প্রকল্প, ব্যবসা পরিচালনা, হাঁস মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ, কৃষি খাত, গাড়ী ক্রয়, গরম্ন ছাগল পালন, পলম্নী দারিদ্র বিমোচন প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন।
- সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করা।

এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরপরই উদ্যোক্তা সদস্যগণ ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এ সমবায় সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণের টাকা দিয়ে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক প্রয়াত বিধুভূষণ চৌধুরীর নেতৃত্বে সীতাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যা প্রাথমিক পর্যায়ে জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। সেটাকেই পরবর্তীকালে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করে নাম দেয়া হয় কধুরখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও সমবায় মিলনায়তন প্রাঙ্গনে ২০০৯ সালে নির্মিত হয় শহীদ মিনার। নান্দনিক কারম্নকাজ সমন্বিত শহীদ মিনারটি একনজর দেখতে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখনো ছুটে আসে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার আদায়, বিভিন্ন আমানত আদায় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করা হয়। এছাড়াও সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আয় সমিতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় জমাদানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্ঠির মাধ্যমে ব্যাক্তি নিজে এবং পারিবারিকভাবে লাভবান হওয়া বিভিন্ন সঞ্চয় আমানত প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বৃহত্ মূলধন সৃষ্টি করে। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সমিতির কার্যকরী মূলধন ৬,৬৩,৫২,২৬২ টাকা। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ দেশের ও সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়।

সমিতির একটি নিজস্ব দোতালা অফিস ভবন আছে। এই অফিস ভবনের নাম "সমবায় নিকেতন"। সমিতির ক্রয়কৃত জায়গার পরিমাণ ৯৩ শতক। এছাড়া উৎপাদনমূখী কার্যক্রম করার জন্য সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উলেস্নখযোগ্য ট্রেডগুলো হল কৃষি ঋণ, খামার ঋণ, মৎস্য চাষ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ এবং পলম্নী দারিদ্র বিমোচন ঋণ।

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে মোট ৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্ঠির জন্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

"কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ১৯৯১ খ্রি. সালে সমবায়ের মাধ্যমে দেশ গঠনের তৎপরতায় প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

১৭/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখে কধুরখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাবৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত মোট ২৬ জনকে বৃত্তি প্রদান করে।

সমিতির তাদের ১২ জন প্রয়াত সদস্যদের নামে স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কার প্রদানের ড্রোত্রে পুরস্কার দাতাগন সোসাইটিতে যে পরিমাণ টাকা এককালীন আমানত হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন সেই আমানতের আয় এবং সোসাইটির নিজস্ব তহবিল হতে যোগান দিয়ে থাকে।

"কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড" একটি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক অতীব নিবিড়। সমাজের সুখ দুঃখের সাথে সোসাইটির সম্পৃক্ততা সুগভীর করার লক্ষ্যে সদস্যদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য ভাতা প্রদান করা হয়।

দেশে করোনা সংক্রমন শুরম্নর প্রথম দিকে করোনা ভাইরাস বিষয়ে জনসচেতনতামূলক লিপলেট, ফেস্টুন বিলি করা হয়।

পরিশেষে, মহাকালের গর্ভ থেকে প্রাপ্ত এই আয়ুকালে সোসাইটির কার্যক্রম হয়েছে শতধারায় বিসত্মৃত। পরিবর্তনের বন্ধুর পথ পেরিয়ে, বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে বাসত্মব জগতে এখনো সগৌরবে টিকে আছে কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। রোমাঁ রোঁলার কালজয়ী উক্তি " সত্য ও সু-স্বপ্নের মৃত্যু হয়না, কল্যাণকামিতার প্রসারিত আন্তরিকতা অবস্থার প্রেড়িাতে কোন দিন মুখ থুবড়ে পড়লেও একদিন তা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে।"

বড় হযরতপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর ইজারাকৃত 'সেরুডাঙ্গা বিল' নামক জলমহাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর, রংপুর মহোদয় কর্তৃক পরিদর্শন চিত্র ।

সফল সমবায় সমিতি বড় হযরতপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

বড়হযরতপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটি ১৯৭৪ সালে নিবন্ধিত । সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে কর্ম এলাকায় গ্রামের প্রকৃত মৎস্যজীবিদের একত্রিক করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লড়্যে কাজ করে আসছে।

বর্তমানে এই সমিতির মৎস্যজীবি সদস্য সংখ্যা ৭৫ জন জন। সমিতির নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবি সদস্যগন একত্রিত হয়ে তাদের জীবন মান উন্নয়নের লড়্যে কাজ করে আসছে।

সমিতিতে নির্বাচিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত প্রতিমাসে হয়ে থাকে এবং বছরে ০১ বার বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতি বিগত বছর গুলোতে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ,শীত বস্ত্র বিতরণ ও স্বল্প সুদে সদস্যদের ঋণ প্রদান করে আসছে।

সমিতি নিজস্ব তবিল সংগ্রহ করে সমিতির নিকটবর্তী সেরুডাঙ্গা বিল নামক ৮৪ একর বিশিষ্ট্য একটি জলাশয় লীজ নিয়ে সফল মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাপক লাভবান হয়। উক্ত লভ্যাংশ সদস্যদের মাঝে বন্টনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে।তাছাড়া মাছ চাষের মাধ্যমে সকল সদস্যদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এই সমিতিটি প্রকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবি সদস্যদেরকে সমবায় পতাকাতলে একত্র করতে পেরেছে। সমিতিটি সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে।

''জাল যার জলা তার'' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অত্র বড়হযরতপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগন মৎস্যজীবি সদস্যদের অধিকার আদায়,জীবন মানের উন্নয়ন, দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লড়্যে কাজ করে আসছে। এই সমিতির সঞ্চয় আমানত ১,৬৫,০৮১ টাকা,কার্যকরী মূলধন ৭৭৮৫২৮ টাকা।মৎস্য চাষ প্রকল্পের বিনিয়োগ ২,০২,৫০০ টাকা এবং মাছের মজুদ মূল্যে ৩,৬০,৬০০ টাকা।

সমিতির ডেইরি ফার্ম ও গবাদি পশু পালন প্রকল্প

উৎপাদনমুখী কর্মে সফল বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যান্য সফল সমবায় সমিতির মধ্যে উৎপাদনমুখী কর্মে এগিয়ে বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি এলাকার কয়েক জন কর্মহীন মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার আজ সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমিতিটি ১৮/০২/২০০৮ খ্রি. তারিখে ১০০/কে নম্বরে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০৬ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে নিবন্ধিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৩৩,৫৭,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,৪৩,৫২,৭০৮ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ২,৯৮৬ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ২,৮৯,১০,৯১০ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন ও স্বকর্ম সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য, ও পোল্ট্রি খামারে প্রায় ১০০ জন লোকের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। অফিস ভবনে হিসাব শাখা এবং ক্যাশ শাখা রয়েছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ জমির পরিমাণ ৭.৮৯ একর জমি এবং বর্তমান বাজার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকার অধিক।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের

মৎস্য খামার

ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোন ব্যক্তি বিশেষ, সরকার অথবা কোন সংস্থার নিকট হতে পাইকারী বিক্রয়ের জন্য আড়তদারী গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেওয়া;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলো-

কৃষি প্রকল্প

সমিতি নিজস্ব জমিতে ধান, শাক-সবজি ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন করা হয়।

মৎস্য খামার প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব মৎস্য খামারে কার্প জাতীয় মাছ ও চিংড়ি মাছ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পটি লাভজনক।

ডেইরি ফার্ম ও গবাদী পশু পালন প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব এই প্রকল্পে দুধ উৎপাদনের পাশাপাশি গরু মোটাতাজা করা হয়। প্রকল্পটি লাভজনক।

পোল্ট্রি ফার্ম

সমিতির একটি দ্বিতল ভবনে এই ফার্ম প্রতিষ্ঠিত, এই ফার্মে ২,০০০ অধিক ডিমের মুরগি পালন করা হয়।

ঋণ প্রকল্প

সদস্যদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতিটি এলাকায় একটি সফল উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে এলাকা অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির মৎস্য ঘের

SAMABAYA ● April-June 2021 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam